বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০১২-১৩

প্রথম খন্ড

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

[স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৯টি প্রতিষ্ঠানের ২০১১-১২ অর্থ বছরের এবং কেন্দ্রীয় ঔষধাগার এর ২০০৬-১২ অর্থ বছর সমূহের হিসাব সম্পর্কিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
০১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
০২	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
০৩	প্রথম অধ্যায়	০১
০৪	অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ	০২
০৫	অডিট বিষয়ক তথ্য	০৩-০৪
০৬	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	০৫
০৭	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	০৫
০৮	অডিটের সুপারিশ	০৫
০৯	দ্বিতীয় অধ্যায়	০৬
অনুচ্ছেদ নং	অনুচ্ছেদ সমূহের বিবরণী	
০১	সেবাপ্রদানকারী সংস্থাকে বিধি বহির্ভূতভাবে যাতায়াতসহ আনুষঙ্গিক ভাতা প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	০৭
০২	৭টি এনজিওগ্রাম মেশিনের বাৎসরিক সার্ভিস চার্জ ও চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেকার সময়ের সার্ভিস চার্জ প্রদান বাবদ অতিরিক্ত পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	০৮
০৩	গেট পাশ ও ফুড পাশ বাবদ আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না দেয়ায় আর্থিক ক্ষতি	০৯
০৪	ভান্ডার হতে সরবরাহকৃত মালামাল ইস্যু ও গ্রহণের পার্থক্য জনিত কারনে সরকারের আর্থিক ক্ষতি	১০
০৫	ভান্ডারে মজুদ মালামাল ঘাটতি জনিত কারণে আর্থিক ক্ষতি	১১
০৬	সর্বনিম্ন দরদাতার পরিবর্তে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট হতে মালামাল ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১২
০৭	দরপত্রে গৃহীত মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে বিভিন্ন ঔষধ ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	১৩
০৮	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত স্টান্ডার্ড রেট অপেক্ষা অধিক মূল্যে এম এস আর সামগ্রী ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	১৪
০৯	সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল) হতে ঔষধ ক্রয় না করে অধিক মূল্যে সরবরাহকারীর নিকট হতে ঔষধ ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১৫
১০	চাহিদা না থাকা সত্ত্বেও ব্লাড ট্রান্সফিউশন সেন্টারের জন্য রি-এজেন্ট ক্রয় বাবদ সরকারের ক্ষতি।	১৬
১১	সরবরাহকারীর নিকট থেকে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ও আয়কর কম আদায় এবং আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৭
১১	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	১৮

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যামেন্ডমেন্ট এ্যাক্ট ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

মাসুদ আহমেদ

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

তারিখ ঃ ০২/০৮/১৪২২ বঙ্গাব্দ বঙ্গাব্দ

১৬/১১/২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ খ্রিস্টাব্দ

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ১৯টি প্রতিষ্ঠানের ২০১১-১২ অর্থ বছরের হিসাব এবং কেন্দ্রিয় ঔষাধাগার এর ২০০৬-১২ অর্থ বছরের হিসাব জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৩ অর্থ বছরে বিভিন্ন সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষা সমাপনান্তে মোট ১১ টি অনুচ্ছেদে জড়িত অর্থের পরিমাণ ১২,০২,৭০,৯৯৭.০০ (টাকা বার কোটি দুই লক্ষ সত্তর হাজার নয়শত সাতানব্বই মাত্র) টাকার আলোচ্য অডিট রিপোর্টটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব নমুনায়নের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা উত্থাপিত সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। সুতরাং এ প্রতিবেদনের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোন মতেই প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃংখলার পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলি পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত অফিসগুলির ক্ষেত্রবিশেষে সরকারি বিধি-বিধান পরিপালন না করা, সুশৃঙ্খল আর্থিক ব্যবস্থাপনার অভাব এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ার কারণে অনিয়মগুলি সংঘটিত হয়েছে। অডিট পর্যবেক্ষণের সাথে জড়িত অর্থ আদায়ের বিষয়ে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা হলে সরকারি কোষাগারে উল্লিখিত রাজস্ব জমা করা সম্ভব।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান সমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃংখলা প্রতিষ্ঠাসহ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণে এ রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

স্বাক্ষরিত

তারিখ ঃ ০৫/০৭/১৪২২ বঙ্গাব্দ বঙ্গাব্দ
২০/১০/২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ খ্রিস্টাব্দ

(মোঃ মাহতাব উদ্দিন)
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	২	৩
০১	সেবাপ্রদানকারী সংস্থাকে বিধি বহির্ভূতভাবে যাতায়াতসহ আনুষঙ্গিক ভাতা প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৮০,৯৭,৯৬৩.০০
০২	৭টি এনজিওগ্রাম মেশিনের বাৎসরিক সার্ভিস চার্জ ও চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেকার সময়ের সার্ভিস চার্জ প্রদান বাবদ অতিরিক্ত পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	৪৪,০২,৮১৭.০০
০৩	গেট পাশ ও ফুড পাশ বাবদ আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না দেয়ায় আর্থিক ক্ষতি	২৭,০৪,৫২০.০০
০৪	ভান্ডার হতে সরবরাহকৃত মালামাল ইস্যু ও গ্রহণের পার্থক্য জনিত কারণে সরকারের আর্থিক ক্ষতি	৩,৮৭,৫১,০৭২.০০
০৫	ভান্ডারে মজুদ মালামাল ঘাটতি জনিত কারণে আর্থিক ক্ষতি	১৭,৫৪,৫৪৮.০০
০৬	সর্বনিম্ন দরদাতার পরিবর্তে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট হতে মালামাল ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৮১,৮২,০৫১.০০
০৭	দরপত্রে গৃহীত মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে বিভিন্ন ঔষধ ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	১২,১৭,৮৫০.০০
০৮	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত স্টান্ডার্ড রেট অপেক্ষা অধিক মূল্যে এম এস আর সামগ্রী ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	২৫,৬৬,৭৯৭.০০
০৯	সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল) হতে ঔষধ ক্রয় না করে অধিক মূল্যে সরবরাহকারীর নিকট হতে ঔষধ ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৩,৯৬,২২,৪৬৭.০০
১০	চাহিদা না থাকা সত্ত্বেও ব্লাড ট্রান্সফিউশন সেন্টারের জন্য রি-এজেন্ট ক্রয় বাবদ সরকারের ক্ষতি।	৪৯,২২,৯২০.০০
১১	সরবরাহকারীর নিকট থেকে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ও আয়কর কম আদায় এবং আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৮০,৪৭,৯৯২.০০
	মোট=	১২,০২,৭০,৯৯৭.০০

অডিট বিষয়ক তথ্য

[স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন ১৯টি প্রতিষ্ঠানের ২০১১-১২ অর্থ বছরের এবং কেন্দ্রীয় ঔষধাগারের ২০০৬-১২ অর্থবছরের হিসাব সম্পর্কিত]

অর্থ বছর	ঃ	২০১১-১২
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	ঃ	১. রংপুর মেডিকেল কলেজ, রংপুর। ২. ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ। ৩. স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা। ৪. ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা। ৫. এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ, সিলেট। ৬. রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর। ৭. রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল,রাজশাহী। ৮. স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ট হাসপাতাল,ঢাকা। ৯. চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম । ১০. ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ । ১১. এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট। ১২. সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা। ১৩. শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা। ১৪. শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট, মাতুয়াইল, ঢাকা। ১৫. ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজি। ১৬. জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলানগর, ঢাকা । ১৭. জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট,শেরে বাংলানগর,ঢাকা । ১৮. জনস্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট, মহাখালী, ঢাকা । ১৯. ন্যাশনাল ইলেকট্রো মেডিকেল ইক্যুপমেন্ট মেইনটেনেন্স ওয়ার্কসপ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার । ২০. কেন্দ্রীয় ঔষধাগার, তেজগাও, ঢাকা।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ	কমপ্লায়েন্স অডিট।
নিরীক্ষার সময়	ঃ	জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত।
আধা সরকারি পত্র প্রেরণের স্মারক নং ও তারিখ	ঃ	১। ১৭৯/ডিপি-২/রিপোর্ট/২৯৪ তারিখঃ ০৭/০৭/২০১৩ ২। ১৭৯/ডিপি-২/রিপোর্ট/২৯৩ তারিখঃ ২০/০১/২০১৩ ৩। ১৭৯/ডিপি-২/রিপোর্ট/২৮৭ তারিখঃ ২৯/০৫/২০১৩ ৪। ১৭৯/ডিপি-২/রিপোর্ট/১৮৩ তারিখঃ ১১/০৩/২০১৩
অডিট পদ্ধতি	ঃ	দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনায়নের মাধ্যমে ভাউচার পরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নের সার্বিক তত্ত্বাবধানে যারা ছিলেন ঃ

অডিট সম্পাদন	ঃ	স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা দলের সদস্যবৃন্দ।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়ন	ঃ	১। এ এস এম সোহরাব হোসেন, উপপরিচালক। ২। মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম সিদ্দিকী, অডিটর।
রিপোর্টের তত্ত্বাবধান	ঃ	মোঃ নাজমুল আলম, পরিচালক।
রিপোর্টের সার্বিক তত্ত্বাবধান	ঃ	মহাপরিচালক।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দূর্বলতা;
- যথাযথ কর্তৃপক্ষের দূর্বল মূল্যায়ন ও তদারকি;
- আদায়কৃত ভ্যাট, আয়কর বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করা;
- পূর্ববর্তী অডিট আপত্তিসমূহের উপর গুরুত্বারোপ না করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- সঠিক হারে ভ্যাট ও আয়কর আদায় না করা।
- সঠিক মূল্যে এম এস আর সামগ্রী ক্রয় না করা।
- সরকারি পাওনা সঠিকভাবে সরকারি কোষাগারে জমা না করা।
- সঠিকভাবে ভান্ডার সংরক্ষণ না করা।
- সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক ইডিসিএল এর পরিবর্তে ইডিসিএল বর্হিভুত প্রতিষ্ঠান হতে ঔষধ ক্রয় করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- আয়কর ও ভ্যাট নির্ধারিত হারে কর্তন করে যথা সময়ে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা আবশ্যক।
- এম এস আর সামগ্রী ক্রয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক জারীকৃত এম এস আর রেট অনুসরণ করা আবশ্যক।
- সরকারি রাজস্ব সঠিক সময়ে সরকারি কোষাগারে জমা করা।
- ভান্ডার ব্যবস্থাপনায় সরকারি নির্দেশনা সঠিকভাবে অনুসরণ করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অধিকতর সুদৃঢ় করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং- ০১

শিরোনাম	ঃ	**সেবা প্রদানকারী সংস্থাকে বিধি বহির্ভূতভাবে যাতায়াতসহ আনুষঙ্গিক ভাতা প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৮০,৯৭,৯৬৩.০০ টাকা ।**
বিবরণ	ঃ	কেন্দ্রীয় ঔষধাগার, তেজগাঁও, ঢাকার ২০০৬-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায় ক্যাশ বহি ও সেবা প্রদানকারী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিল ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সরকারি বিধি বহির্ভূতভাবে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াতসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক ভাতা বাবদ অনিয়মিতভাবে ৮০,৯৭,৯৬৩.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী সেবা প্রদানকারী সংস্থা সার্ভিসিং ও মেইটেনেন্স বাবদ বিল প্রাপ্য কিন্তু যাতায়াত ভাতা প্রাপ্য নয়। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "১")**।
অনিয়মের কারণ	ঃ	সেবা প্রদানকারীগণ কোন সরকারি সংস্থার কর্মী নয়। তাঁরা সরকারি সংস্থা বহির্ভূত এবং ঠিকাদারী চুক্তি বাস্তবায়নকারী মাত্র। অথচ তাঁদেরকে চুক্তি বর্হিভূত অনিয়মিতভাবে যাতায়াতসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক ভাতা প্রদান করা হয়েছে।
স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব	ঃ	মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত নীতিমালা অনুসরণ করতঃ বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	• জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা, আপত্তিতে বর্ণিত কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ নিরীক্ষাধীন সংস্থার অর্গানোগ্রামভুক্ত নন বিধায় সংস্থা বর্হিভূত ব্যক্তিবর্গের যাতায়াত ভাতা সংস্থার তহবিল হতে পরিশোধের সুযোগ নেই। • স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ১৪/১১/১৯৮৭ খ্রিঃ তারিখের এসডিন/সি-২০/২৯৮ স্মারকে অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের কোন অনুমোদন আছে কিনা তা উল্লেখ নেই। এছাড়া অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন আর্থিক সুবিধা প্রদানের সুযোগ নেই। • আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২০/০১/১৩ খ্রিঃ তারিখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২৬/০২/১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০১/০৭/১৩ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয় কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	বর্ণিত অনিয়মের দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ৮০,৯৭,৯৬৩.০০ (টাকা আশি লক্ষ সাতানব্বই হাজার নয়শত তেষট্রি মাত্র) টাকা দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ০২

শিরোনাম ঃ **৭টি এনজিওগ্রাম মেশিনের বাৎসরিক সার্ভিস চার্জ ও চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেকার সময়ের সার্ভিস চার্জ প্রদান বাবদ অতিরিক্ত পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৪৪,০২,৮১৭.০০ টাকা।**

বিবরণ ঃ কেন্দ্রীয় ঔষধাগার, তেজগাঁও, ঢাকার ২০০৬-২০১২ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, সিএমএসডি কর্তৃক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিডফোর্ড হাসপাতাল, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর প্রতিটিতে একটি করে মোট ০৪ টি এবং জাতীয় হৃদরোগ ইনঃ হাসপাতাল- ঢাকায় ৩টি সহ মোট ৭টি এনজিওগ্রাম মেশিনের বাৎসরিক সার্ভিস চার্জ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত হারের চেয়ে অধিক হারে সিমেন্স বাংলাদেশকে ৩১,৪০,৯০০.০০ টাকা সার্ভিস চার্জ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া উপরোক্ত ০৭টি হাসপাতালের ৭টি এনজিও গ্রাম মেশিনের বার্ষিক সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের ১২/০৯/২০০৭ খ্রিঃ তারিখের অনুমোদন প্রাপ্তির পর সি,এম,এস,ডি'র সাথে সিমেন্স বাংলাদেশ লিঃ এর ০৩/১০/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু বিল নং-১৪০ তারিখ ঃ ১০/০৬/২০০৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেকার সময়ের সার্ভিস চার্জ বাবদ সিমেন্সকে ১২,৬১,৯১৭.০০ টাকা অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে। ফলে সর্ব সাকূল্যে সার্ভিস চার্জ বাবদ পরিশোধিত ৪৪,০২,৮১৭.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "২")**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিডফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর প্রতিটিতে একটি করে মোট ০৪ টি এবং জাতীয় হৃদরোগ ইনঃ হাসপাতাল- ঢাকায় ৩টি সহ মোট ৭টি এনজিওগ্রাম মেশিনের বাৎসরিক সার্ভিস চার্জ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত হারের চেয়ে অধিক হারে সিএমএসডি কর্তৃক সিমেন্স বাংলাদেশকে সার্ভিস চার্জ প্রদান করায় ৩১,৪০,৯০০/- টাকা ক্ষতি হয়েছে।

- চুক্তি সম্পাদনের পূর্বের সময়ের অর্থাৎ ০৩/১০/২০০৭খ্রিঃ তারিখের পূর্বের সময় হতে ০২/১০/২০০৭খ্রিঃ সার্ভিস চার্জ প্রদানযোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও ০১/০৭/২০০৭ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০০৮ খ্রিঃ সময়ের সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে ০১/০৭/২০০৭ খ্রিঃ হতে চুক্তি সম্পাদনের পূর্ব দিন পর্যন্ত (০২/১০/২০০৭) অনিয়মিতভাবে সার্ভিস চার্জ প্রদান করায় সরকারের **১২,৬১,৯১৭.০০** টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ নথিপত্র যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- অনিয়মিতভাবে সার্ভিস চার্জ বাবদ প্রদত্ত অর্থ আদায়যোগ্য।

- আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২০/০১/১৩ খ্রিঃ তারিখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২৬/০২/১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০১/০৭/১৩ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারী করা হয় কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিস্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ বর্ণিত অনিয়মের দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত **৪৪,০২,৮১৭.০০** (টাকা চুয়াল্লিশ লক্ষ দুই হাজার আটশত সতের মাত্র) টাকা দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ০৩

শিরোনাম	ঃ	**গেট পাশ ও ফুড পাশ বাবদ আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না দেয়ায় আর্থিক ক্ষতি ২৭,০৪,৫২০.০০ টাকা।**
বিবরণ	ঃ	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল-ঢাকা ও রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল- রংপুর, এর ২০১১-১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে ক্যাশ বহি, ব্যাংক ব্যালেন্স ও বিভিন্ন বিভাগের আদায়কৃত টাকার হিসাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গেট পাশ ও ফুড পাশ বাবদ আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে বন্টন করায় **২৭,০৪,৫২০.০০** টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "৩")**। ট্রেজারী রুলস ৭(১) মোতাবেক সরকারি যে কোন প্রাপ্তি সাথে সাথে সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য।
স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব	ঃ	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল- ঢাকা আপত্তিকৃত অর্থ দ্বারা ক্লিনারদের বেতন পরিশোধ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে। রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল- রংপুর তাদের জবাবে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	সরকারি অর্থ প্রাপ্তির সাথে সাথে তা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার বিধান থাকলে ও এক্ষেত্রে উল্লেখিত বিধান প্রতিপালন করা হয়নি। ফলে সরকার তার প্রাপ্য রাজস্ব হতে বঞ্চিত হয়েছে। উপরিউক্ত আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করে উক্ত অর্থ হতে অর্গানোগ্রাম বর্হিভূত ক্লিনারদের বেতন বাবদ পরিশোধ গ্রহণযোগ্য নয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ১/৯/২০০৯ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং- হাস-২/বিবিধ-২৭/২০০৪/৫২২ নির্দেশনা মোতাবেক রোগীদের নিকট হতে গেট পাশ ও ফুড পাশ বাবদ কোন অর্থ আদায়ের সুযোগ নেই। আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৭/০৩/১৩ খ্রিঃ হতে ২৫/০৩/১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২৪/০৪/১৩ খ্রিঃ হতে ০৭/০৫/১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৯/০৫/১৩ হতে ০৭/০৭/১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত আধাসরকারি পত্র জারী করা হয় কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিস্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	বর্ণিত অনিয়মের দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত **২৭,০৪,৫২০.০০** (টাকা সাতাশ লক্ষ চার হাজার পাঁচশত বিশ মাত্র) টাকা দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ০৪

শিরোনাম	ঃ	**ভান্ডার হতে সরবরাহকৃত মালামাল ইস্যু ও গ্রহণের পার্থক্য জনিত কারণে সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৩,৮৭,৫১,০৭২.০০ টাকা।**
বিবরণ	ঃ	জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মহাখালী,ঢাকা ও ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর ২০১১-১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে ভান্ডারের মজুদ ও বিতরণ রেজিষ্টার ও শাখার গ্রহণকৃত মালামাল রেজিষ্টার পর্যালোচনায় করা হয়। এতে দেখা যায় ভান্ডার হতে যে পরিমান মালামাল ইস্যু করা হয়েছে তার বিপরীতে গ্রহণকারী শাখা কর্তৃক মালামাল গ্রহণের ক্ষেত্রে মিল পাওয়া যায়নি। ফলে ভান্ডার হতে সরবরাহকৃত সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রকৃত ইস্যু অপেক্ষা অনিয়মিতভাবে বেশি ইস্যু দেখানোর কারণে ৩,৮৭,৫১,০৭২.০০ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে (**বিস্তারিত পরিশিষ্ট “৪”**)।
অনিয়মের কারণ	ঃ	• প্রকৃত ইস্যু অপেক্ষা অধিক ইস্যু দেখানোর কারণে সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। • জিএফআর ১৪৮ এবং ১৪৯ এর ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে।
স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব	ঃ	• জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মহাখালী- ঢাকা তাদের জবাবে নথিপত্র যাচাই বাছাই পূর্বক পরবর্তীতে জবাব প্রদান করবে বলে জবাবে উল্লেখ করেছে। • ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল-ময়মনসিংহ তাদের জবাবে করণীক ভুলের কারণে চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক হিসাব লিপিবদ্ধ/রেকর্ডকরণ কাজে এ অসামঞ্জস্য বা গড়মিল হয়েছে বলে জবাব প্রদান করেছেন
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	• জবাব সন্তোষজনক নয়। জি এফ আর প্যারা ১৪৮ ও ১৪৯ অনুযায়ী গ্রহণকৃত মালামাল মজুদ রেজিঃ এন্ট্রি পূর্বক যথাযথভাবে বিতরণ এবং মালামাল গ্রহণকারীর স্বাক্ষর ও সীল সংগ্রহ করেই মালামাল বিতরণ করার কথা। • আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৩/১১/১২ খ্রিঃ হতে ০৫/০৩/১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ০২/০১/১৩ খ্রিঃ হতে ০৭/০৫/১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১১/০৩/১৩ খ্রিঃ হতে ০১/০৭/১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত আধাসরকারি পত্র জারি করা হয় কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	বর্ণিত অনিয়মের দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ৩,৮৭,৫১,০৭২.০০ (টাকা তিন কোটি সাতাশি লক্ষ একান্ন হাজার বাহাত্তুর মাত্র) টাকা দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিবগের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ০৫

শিরোনাম	ঃ	**ভান্ডারে মজুদ মালামাল ঘাটতি জনিত কারণে আর্থিক ক্ষতি ১৭,৫৪,৫৪৮.০০ টাকা।**
বিবরণ	ঃ	ন্যাশনাল ইলেকট্রো মেডিকেল ইকুইপমেন্ট মেইনটেনেন্স ওয়ার্কসপ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ এন্ড টিসি), মহাখালী-ঢাকা এর ২০১১-২০১২, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী-ঢাকা এর ২০১১-২০১২ আর্থিক সনের ব্যয়িত হিসাব নিরীক্ষায় কোড নং ৪৯১৬ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম মেরামতের বিল ভাউচার ও স্টোর বাস্তব যাচাইকালে দেখা যায় যে, মজুদ রেজিষ্টার অনুযায়ী ভান্ডারে যে পরিমান মালামাল থাকার কথা, বাস্তবে তা পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ ভান্ডারে ১৭,৫৪,৫৪৮.০০ টাকার মালামাল ঘাটতি পাওয়া যায়। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "৫")।**
অনিয়মের কারণ	ঃ	স্টোর রেজিষ্ট্রার অনুযায়ী ভান্ডারে যে পরিমান ঔষধ মজুদ থাকার কথা বাস্তবে তা না পাওয়া জনিত ঘাটতি ।
স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব	ঃ	• ন্যাশনাল ইলেকট্রো মেডিকেল ইকুইপমেন্ট মেইনটেনেন্স ওয়ার্কসপ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ এন্ড টিসি), মহাখালী, ঢাকা নথিপত্র যাচাই বাছাই পূর্বক পরবর্তীতে জবাব প্রদান করবে বলে জবাবে উল্লেখ করেছে। • ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী-ঢাকা আপত্তিকৃত টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট আদায় করে অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	• জবাব স্বীকৃতিমূলক। আপত্তিকৃত অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় যোগ্য। • মজুদ রেজিষ্টারে উল্লেখ অনুযায়ী নিরীক্ষায় বাস্তব যাচাইয়ে উক্ত মালামালের ঘাটতি পাওয়া যায়। • আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৩/১১/১২ খ্রিঃ তারিখ হতে২০/০১/১৩ খ্রিঃ তারিখ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ০২/০১/১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৬/০২/১৩ খ্রিঃ তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১১/০৩/১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ০১/০৭/১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত আধাসরকারি পত্র জারি করা হয় কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	বর্ণিত অনিয়মের দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ১৭,৫৪,৫৪৮.০০ (টাকা সতের লক্ষ চুয়ান্ন হাজার পাচশত আটচল্লিশ মাত্র) টাকা দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ০৬

শিরোনাম	ঃ	**সর্বনিম্ন দরদাতার পরিবর্তে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট হতে মালামাল ক্রয় করায় সরকারের ৮১,৮২,০৫১.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি।**
বিবরণ	ঃ	রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষা কালে এম এস আর দ্রব্যাদির বিল ভাউচার এবং অন্যান্য কাগজ পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এম. এস. আর ক্রয় সংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট হতে ঔষধ ও বিভিন্ন মালামাল সংগ্রহ না করে উচ্চ দরে ঔষধ ও মালামাল ক্রয় করায় সরকারের ৮১,৮২,০৫১.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "৬")**।
অনিয়মের কারণ	ঃ	সর্বনিম্ন দরদাতার পরিবর্তে ২য় সর্বনিম্ন দরদাতার দর গ্রহণের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ এর ধারা-৯৮(৩)(ক) অনুসরণ করা হয়নি।
স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব	ঃ	• রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জবাবে ২০১০-১১ সনে বরাদ্দ না থাকায় ২০১১-১২ অর্থ বৎসরে বিল পরিশোধ, দরপত্রের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সঠিক থাকায় এবং এমএসআর সামগ্রী বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গুনগত, সঠিক মালামাল ও নমুনা না থাকায় এসআর এবং বাজার দরের ভিতরে দ্বিতীয় দরদাতার নিকট হতে মালামাল ক্রয় করা হয়েছে। • ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং পিপিআর ২০০৬ এর (২য় সংশোধনী) এর ২৪ নং আইনের ধারা-১৯ এর উপধারা ১ (ক) এর আলোকে এমআরপি মূল্যের ৫% কম/বেশি দরে যোগ্য দরপত্রদাতা ঠিকাদারের নিকট হইতে ঔষধ ক্রয়/সংগ্রহ করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দরে ঔষধ ক্রয় করা হয়নি।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	• জবাব সন্তোষজনক নয়। এম এস আর ক্রয় সংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট হতে মালামাল সংগ্রহ না করে উচ্চদরে সংগ্রহ করার যৌক্তিকতা নেই। • সর্বনিম্ন দরদাতার চেয়ে উচ্চ দরদাতা নিকট হতে ৫৮.৬২%, ২৪.৪৬%, ৫৪.৩৯%, ৫৬.২০% উচ্চ দরে ঔষধ ক্রয় করার যৌক্তিকতা নেই। • আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২০/০১/১৩ খ্রিঃ হতে ০৩/০৪/১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২৬/০২/১৩ খ্রিঃ হতে ০৭/০৫/১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৯/০৫/১৩ খ্রিঃ হতে ০১/০৭/১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত আধাসরকারি পত্র জারি করা হয় কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	বর্ণিত অনিয়মের দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ৮১,৮২,০৫১.০০ (টাকা একাশি লক্ষ বিরাশি হাজার একান্ন মাত্র) টাকা দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ০৭

শিরোনাম	ঃ	**দরপত্রে গৃহীত মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে বিভিন্ন ঔষধ ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১২,১৭,৮৫০.০০ টাকা।**
বিবরণ	ঃ	রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-রাজশাহী এর ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষা কালে এম এস আর দ্রব্যাদির বিল ভাউচার এবং অন্যান্য কাগজ পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ঔষধ ক্রয়ের স্বপক্ষে চাহিদা পত্র না থাকা এবং পর্যাপ্ত মজুদ থাকা সত্ত্বেও দরপত্রে গৃহীত মূল্যেরচেয়ে অধিক মূল্যে ঔষধ ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১২,১৭,৮৫০.০০ টাকা **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "৭")**।
অনিয়মের কারণ	ঃ	• দরপত্রে উল্লেখিত দরের তুলনায় অধিক রেটে ঔষধ ক্রয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে চাহিদা ব্যতীত ক্রয়।
স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব	ঃ	• রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল জবাবে ২০১০-১১ সনে বরাদ্দ না থাকায় ২০১১-১২ অর্থ বৎসরে বিল পরিশোধ, দরপত্রের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সঠিক থাকায় এবং এমএসআর সামগ্রী বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গুনগত, সঠিক মালামাল ও নমুনা না থাকায় এসআর এবং বাজার দরের ভিতরে দ্বিতীয় দরদাতার নিকট হতে ঔষধ ক্রয় করা হয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	• জবাব সন্তোষজনক নয়। সংশ্লিষ্ট শাখার চাহিদা ব্যতীত এবং পর্যাপ্ত মজুদ থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং অধিক মূল্যে ঔষধ ক্রয় করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে কোন মন্তব্য প্রদান করা হয়নি। • আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২০/০১/১৩ খ্রিঃ হতে ০৩/০৪/১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২৬/০২/১৩ খ্রিঃ হতে ০৭/০৫/১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৯/০৫/১৩ খ্রিঃ হতে ০১/০৭/১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত আধাসরকারি পত্র জারী করা হয় কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিস্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	বর্ণিত অনিয়মের দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ১২,১৭,৮৫০.০০ (টাকা বার লক্ষ সতের হাজার আটশত পঞ্চাশ মাত্র) টাকা দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ০৮

শিরোনাম	ঃ	**স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত স্টান্ডার্ড রেট অপেক্ষা অধিক মূল্যে এম এস আর সামগ্রী ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ২৫,৬৬,৭৯৭.০০ টাকা।**
বিবরণ	ঃ	শিশু মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, ঢাকা, রংপুর মেডিকেল কলেজ- রংপুর, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম এর ২০১১-১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল রি-এজেন্ট খাতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত এস আর রেট অনুসরণ না করে অতিরিক্ত মূল্যে এম এস আর সামগ্রী ক্রয় করায় সরকারের ২৫,৬৬,৭৯৭.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "৮")** ।
অনিয়মের কারণ	ঃ	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত স্টান্ডার্ড রেট অনুসরণ না করে অতিরিক্ত মূল্যে এম এস আর সামগ্রী ক্রয়। • স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়ের হাসপাতাল-২ অধিশাখার স্মারক নং- ৪৫. ১৫৫. ০৫৬. ০০. ০০. ০০৮. ৯৫৯ তারিখঃ ১২/১২/১১ খ্রিঃ এর নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়নি। • স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্মারক নং-স্বাস্থ্য অধিঃ/হিসাব/এম এস আর/ এস আর দর/২০১০-১৩/০৬/০৮/০৩ তারিখঃ ০৫/১২/১১ এর নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়নি।
স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব	ঃ	পিপিআর-২০০৮ অনুসরণপূর্বক খোলা দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট হতে এম এস আর সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	• জবাব সন্তোষজনক নহে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক জারীকৃত এমএসআর মূল্য তালিকা অনুসরণ পূর্বক এম এস আর যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নির্দেশনা থাকলেও তা অনুসরন না করায় আপত্তিকৃত অর্থ আদায় যোগ্য। • আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৪/০২/১৩ খ্রিঃ হতে ০৩/০৪/১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২৪/০৪/১৩ খ্রিঃ হতে ১৪/০৫/১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৯/০৫/১৩ খ্রিঃ হতে ০৭/০৭/১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত আধাসরকারি পত্র জারি করা হয় কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিস্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	বর্ণিত অনিয়মের দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ২৫,৬৬,৭৯৭.০০ (টাকা পঁচিশ লক্ষ ছেষট্টি হাজার সাতশত সাতানব্বই মাত্র) টাকা দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ০৯

শিরোনাম ঃ **সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল) হতে ঔষধ ক্রয় না করে অধিক মূল্যে সরবরাহকারীর নিকট হতে ঔষধ ক্রয় করায় সরকারের ক্ষতি ৩,৯৬,২২,৪৬৭.০০ টাকা।**

বিবরণ ঃ রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর ২০১১-১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে ঔষধ ক্রয় সংক্রান্ত বিল ভাউচার ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী ইডিসিএল হতে ঔষধ ক্রয় না করায় কিংবা ইডিসিএল প্রস্তুতকৃত ঔষধ অধিক মূল্যে সরবরাহকারীর নিকট হতে ক্রয় করায় সরকারের ৩,৯৬,২২,৪৬৭.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "৯")**।

অনিয়মের কারণ

- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- স্বাপকম/হাস-২/বিবিধ-৫৩/২০০২/ ১৪৬২ তাং-০৭/১০/২০০৭ খ্রিঃ মোতাবেক ইডিসিএলকে বৎসরের রিক্যুজিশন ইস্যু করে বিভাজন নীতিমালা মোতাবেক ঔষধ ক্রয় করা বাধ্যতামূলক।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ঔষধ প্রশাসন শাখার স্মারক নং-ঔপ্র/স্টোর-৯৫/ ৮৮/৪৪/১(২) তাং-২৪/১০/৯৬ খ্রিঃ মোতাবেক ইডিসিএল থেকে ৭০% ঔষধ ক্রয় করা বাধ্যতামূলক।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা এর স্মারক নং- স্বাঃ/২৯৭ তাং-১১/১১/০৭ খ্রিঃ মোতাবেক ইডিসিএল কর্তক নতুনভাবে উৎপাদিত ফোলোস্পোরিন গ্রুপের ঔষধের বাৎসরিক চাহিদার পরিমাণ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অবহিতকরণসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিঃ বরাবর প্রেরণের নির্দেশ রয়েছে।
- উল্লিখিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ না করে ঔষধ ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

স্থানীয় অফিসের জবাব ঃ

- রংপুর মেডিকেল কলেজ কলেজ হাসপাতাল তাদের জবাবে ইডিসিএল এর অপরাগতার প্রেক্ষিতে দরপত্রের মাধ্যমে ঔষধ ক্রয় করা হয়েছে বলে উল্লেখ্য করে।
- রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এম আর পি এর মধ্যে ঔষধ ক্রয় করা হয়েছে বলে জবাব প্রদান করে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ইডিসিএল এর অপরাগতার সনদের কথা জবাবে উল্লেখ করলেও নিরীক্ষাকালীন সময়ে উক্ত সনদ নিরীক্ষা দল এর নিকট তা উপস্থাপন করা হয়নি।
- স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ইডিসিএল থেকে ৭০% ঔষধ সংগ্রহ না করা অনিয়মিত ও আপত্তিকৃত অর্থ আদায় যোগ্য।
- আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২১/০৩/১৩ খ্রিঃ হতে ০৭/০৩/১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২৮/০২/১৩ খ্রিঃ হতে ২৪/০৪/১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৯/০৫/১৩ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয় কিন্তু অদ্যাবধী কোন নিস্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ বর্ণিত অনিয়মের দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃ ৩,৯৬,২২,৪৬৭.০০ (টাকা তিন কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ বাইশ হাজার চারশত সাতষট্রি মাত্র) টাকা দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১০

শিরোনাম	ঃ	**চাহিদা না থাকা সত্ত্বেও ব্লাড ট্রান্সফিউশন সেন্টারের জন্য রি-এজেন্ট ক্রয় বাবদ সরকারের ক্ষতি ৪৯,২২,৯২০.০০ টাকা।**
বিবরণ	ঃ	রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতাল- রাজশাহী কার্যালয়ের ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে কেমিক্যাল, রি-এজেন্ট এর মজুত রেজিষ্টার ও ষ্টোর বাস্তব যাচাইকালে দেখা যায় যে, ব্লাড ট্রান্সফিউশন সেন্টারে প্রচুর পরিমাণের রি-এজেন্ট থাকা সত্ত্বেও পুনরায় রি-এজেন্ট ক্রয় করা হয়েছে। যা হাসপাতালে প্যাথলজি সেন্টারে ব্যবহার হয় নি এবং এরুপ রি-এজেন্ট ক্রয় করে ব্লাড ব্যাংকে অনুকুলে ইস্যু করা হয়েছে। হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগের চাহিদা ব্যতীত রি-এজেন্ট ক্রয় করা হয় এবং পরবর্তীতে ব্লাড ট্রান্সফিউশন সেন্টারে প্রদান করা হয়।মালামালসমূহ বছর ভিত্তিক রেজিষ্টারে এন্ট্রি করা হয় নি। মজুত রেজিষ্টারে পৃথক পৃথক পাতায় অর্থাৎ একই মালামাল পৃথক পৃথক ভাবে এন্ট্রি করা / মজুত ভূক্তি করা হয়েছে। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "১০")।**
অনিয়মের কারণ	ঃ	এসআরও নং-১৪৫- আইন ২০০৮- নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন আইন'২০০২ তাং ১৭/০৬/২০০৮ খ্রিঃ (বাংলাদেশ গেজেট) মোতাবেক রোগীদের নিকট হতে নির্ধারিত পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য নির্ধারিত ফিস আদায় করা হয়, যার দ্বারা ব্লাড ব্যাংকের গেজেট অনুসারে রি-এজেন্ট, ব্লাড ব্যাগ ক্রয়সহ যাবতীয় খরচ নির্বাহ করার জন্য নির্দেশনা রয়েছে । এক্ষেত্রে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রি-এজেন্ট ক্রয় করে ব্লাড ব্যাংকে সরবরাহের কোন সুযোগ নেই।
স্থানীয় অফিসের জবাব	ঃ	ব্লাড ব্যাংকের খবর দেয়ার পর ০৯/১২/১২ খ্রিঃ তারিখে উক্ত বিভাগের সমূদয় কাগজপত্র নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	• জবাব সন্তোষজনক নয়। ব্লাড ব্যাংকের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রি-এজেন্ট ক্রয় করার সুযোগ নেই । এটি ব্লাড ব্যাংকের বিধিমালার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। • আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৭/০৩/১৩ খ্রিঃ তারিখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২৪/০৪/১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৯/০৫/১৩ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয় কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	বর্ণিত অনিয়মের দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ৪৯,২২,৯২০.০০ (টাকা উনপঞ্চাশ লক্ষ বাইশ হাজার নয়শত বিশ মাত্র) টাকা দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১১

আপত্তির শিরোনাম ঃ **সরবরাহকারীর নিকট থেকে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ও আয়কর বাবদ কম আদায় এবং আদায় না করায় সরকারের ক্ষতি ৮০,৪৭,৯৯২.০০ টাকা।**

বিবরণ ঃ স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিডফোর্ড হাসপাতাল-ঢাকা, সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল-ঢাকা, জাতীয় বক্ষব্যাধি হাসপাতাল-ঢাকা, শহীদ সোহওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-ঢাকা, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল- চট্রগ্রাম, জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল-ঢাকা এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-সিলেট, এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ-সিলেট, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার,ঢাকা, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল- রাজশাহী, এর ২০১১-১২ অর্থবছরের এবং ২০০৬-১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষা কালে সরবরাহকারীদের বিল ভাউচারসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সরবরাহকারীদের নিকট থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ও আয়কর কম আদায় কিংবা আদায় না করায় সরকারের ৮০,৪৭,৯৯২.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "১১")।**

অনিয়মের কারণ ঃ

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ০৯/০৬/২০১১ তারিখের এসআরও নং-১৭৫-আইন/২০১১/৫৯৮ এবং ২৭/০৮/২০১০ খ্রিঃ তারিখের এস আর ও নং- ২০১-আইন/২০১০/৫৫০ মূসক, ২৮/০৮/১০ তারিখের নথি নং-৬(৬) মূসক/নীঃবাঃ/২০১০/২৫৭ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং- ০৯/মূসক/২০১১ তাং- ১২/১০/১১ এর পরিপন্থী।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং- ৬-আইন/২০০২ তারিখঃ ০৬/০১/২০০২ খ্রিঃ এসআর ও নং-২৬২-আইন/আয়কর/২০১০ তারিখঃ ০১/০৭/২০১০ এর নির্দেশনা মোতাবেক আয়কর কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫২-এ এ মতে উৎসে আয়কর কর্তন/আদায় করে সরকারি খাতে জমা করা আবশ্যক।

স্থানীয় অফিসের জবাব ঃ

- স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ মিডফোর্ড হাসপাতাল-ঢাকা, জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল-ঢাকা, শহীদ সোহরাওয়াদী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-ঢাকা, সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-সিলেট, সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ-সিলেট, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার-ঢাকা ও জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট হাসপাতাল-ঢাকা তাদের জবাবে নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা হবে মর্মে জবাব প্রদান করে।
- সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল-ঢাকা জবাবদানে বিরত থাকে।
- ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-ময়মনসিংহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে বলে জবাব প্রদান করে।
- চট্রগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-চট্রগ্রাম এর চুক্তির শর্তানুযায়ী সার্ভিসিং করার বিল হতে ভ্যাট কর্তণ করা হয়েছে মর্মে জবাব প্রদান করে।
- চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-চট্রগ্রাম জানায় যে, আয়কর কম কর্তন করা হয়েছে কিন্তু নিরাপত্তা ও ক্লিনিং সেবা বেসরকারি তহবিলে পরিচালিত হয় বিধায় এ থেকে আয়কর কর্তন করা হয় না।
- কেন্দ্রীয় ঔষধাগার-ঢাকা তাদের জবাবে যাচাই করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহন করা হবে মর্মে জবাব প্রদান করে।
- রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-রাজশাহী সিকিউরিটি সার্ভিসের ক্ষেত্রে ০৩/০১/০৮ খ্রিঃ এর এনবিআর এর ২৮ নং স্মারক মোতাবেক ১৫% ধারনাগত মুনাফা গণ্য করে তার উপর ৭.৫% আয়কর কর্তনের বিধান প্রযোজ্য মর্মে জবাব প্রদান করে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। আপত্তি মোতাবেক সরবরাহকারীদের নিকট হতে মূল্য সংযোজন কর বাবদ অর্থ আদায়যোগ্য।
- বিল পরিশোধের সময় নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন করে সরকারি কোষাগারে জমা করার বিধান থাকলেও আয়কর বাবদ আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমার স্বপক্ষে চালানের কপি কিংবা নিস্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।
- রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর জবাবে যে বিধির উল্লেখ করা হয়েছে তা ২০১১-১২ অর্থ বছরের জন্য প্রযোজ্য নয়। সিকিউরিটি সার্ভিসের ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর সেকশন ৫২ এ এ সংশোধণ পূর্বক ১০% হারে আয়কর কর্তন করতে হবে। যা ০১/০৭/২০১১ খ্রিঃ তারিখ থেকে কার্যকর।
- আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০২/০১/১৩ খ্রিঃ হতে ১৪/০৫/১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ০৭/০২/১৩ খ্রিঃ হতে ২৩/০৬/১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষে ব্যবস্থা হিসেবে ২৯/০৫/১৩ খ্রিঃ হতে ০১/০৭/১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত আধাসরকারি পত্র জারি করা হয় কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিস্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ ঃ বর্ণিত অনিয়মের দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ৮০,৪৭,৯৯২.০০ (টাকা আশি লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার নয়শত বিরানব্বইমাত্র) টাকা দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ মাহতাব উদ্দিন)
মহাপরিচালক
ফোন: ৮৩১৪২১৮।

বাঃসঃমুঃ-২০১৫-১৬/২১০৮কম/এ-৭৫০ বই, ২০১৫।